“পেছনে পরে থাকবেনা কেউ”, বাৎসরিক সভায় বললেন ইফাড নেতৃবৃন্দ

পুষ্টি, জেন্ডার সমতা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং যুবকদের নিয়ে কাজ করার ঘোষণা ইফাড প্রেসিডেন্টের

রোম, ফেব্রুয়ারী ১৩ ২০১৮ - রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রি এবং সরকারি প্রতিনিধিগণ ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাড) এর পরিচালনা পর্ষদের ৪১তম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছেন যে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ জনগনের জন্য বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই।

অধিবেশনের শুরু হয় জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তনিও গুয়েতরেস এর বক্তব্যের মাধ্যমে। তিনি সরকারের মন্ত্রি এবং প্রতিনিধিদের আহ্বান জানান ইফাডের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্যে।

“ইফাড অত্যন্ত সফলতার সাথে বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র চাষী এবং ভেঙ্গে পড়া গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন করে যাচ্ছে, এবং জনসমাজকে নাজুক জীবন যাপনের বাইরে নিয়ে আসছে,” বলেন এন্তনিও গুয়েতরেস।

তিনি আরওবলেন, “এই তহবিল যুবকদের জন্যেও সৃষ্টি করছে সুযোগ । আমাদের কাজের সমষ্টিগত অন্তরায় হচ্ছে এই অর্জনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জন করা।”

এই অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তুলে ধরেন কিভাবে নানা প্রতিকুলতা সত্বেও এগিয়ে যাচ্ছে তার দেশ । বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘণবসতিপূর্ণ দেশ যার জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে এবং এর সাথে যোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির মত সমস্যা । শেখ হাসিনা বলেন বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের টেকসই উন্নয়ন সাধন করেই এইসব প্রতিকুলতার মোকাবেলা করার কথা ভাবছে তার দেশ।

গ্রামীন অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হচ্ছে কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য," বলেন শেখ হাসিনা।

হাসিনা আরও বলেন, " একটি পূর্ণাঙ্গ টেকসই গ্রামীণ অর্থনীতি তৈরি করতে হলে গ্রামীন সামাজিক বুননে এবং জলবায়ু সহনশিলতা তৈরিতে বিনিয়োগ করতে হবে।"

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ইফাডের প্রশংসা করে বলেন, "ইফাড পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অংশিদারিত্বের যে মডেল অনুসরণ করে তা জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার থেকে আলাদা।" তিনি দারিদ্র এবং ক্ষুধা নিরসনে উন্নয়ন অংশিদারদের আহ্বান জানান আরও সদয় হতে।

ইফাড প্রেসিডেন্ট জিলবার এফ হুংবো তার উপস্থাপিত প্রবন্ধে বলেন যে এই তহবিল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীন জীবনের রুপান্তর ঘটাতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে। তিনি এও ঘোষণা করেন যে কোন প্রোগ্রাম বা প্রজেক্ট বাস্তবায়নে পুষ্টি, জেন্ডার সমতা, জলবায়ু এবং যুবকদের স্বার্থ বিষয়গুলোকে মূলধারায় নিয়ে আসা হবে ।

"আমরা উচ্চাকাঙ্খি হব কিন্তু একইসাথে আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের পরিস্থিতির নাজুকতার উপর," হুংবো বলেন।

তিনি আরও বলেন, "এখানে ইফাড ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রামের উন্নয়নে টেকসই এবং সমষ্টিগত বিনিয়োগ এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব হচ্ছে মানুষের সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং নাজুক পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাদেরকে সক্ষম করে তোলা।"

ইফাডের এই বাৎসরিক সভার প্রতিপাদ্য ছিল 'নাজুকতা থেকে দীর্ঘমেয়াদী সহনশীলতাঃ টেকসই গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ।' পৃথিবীব্যাপী নাজুক পরিস্থিতিতে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সহিংসতা এবং সংঘর্ষের ঘটনা আগের যেকোন সময়ের চাইতে বেশি ঘটছে এবং এর কারনে ব্যাপকভাবে বাড়ছে শরণার্থি এবং বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যা।

২০১৮ ইফাড লেকচারে আলোচনার কেন্দ্রেও ছিল নাজুকতা বিষয়টি। এই লেকচার প্রদান করেন দি ফান্ড ফর পিস এর নির্বাহি পরিচালক জে জে মেসনার। ইফাডের নতুন সহ-সভাপতি করনিলা রিখটার তার বক্তব্যে বলেন, "ইফাডের কাজের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে নাজুকতা কারণ আমরা কাজ দিয়ে সবচেয়ে প্রান্তিক শ্রেণীর, এবং চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধায় বসবাসরত মানুষের জীবনকে ছুঁতে চাই।"

মেসনার তার লেকচারে বলেন যে নাজুকতার কোন ভৌগলিক সীমানা নেই।

মেসনার আরও বলেন,"যদিওপ্রায়ই আমরা জাতি-রাষ্ট্র সাপেক্ষে নাজুকতা এবং সহনশীলতা প্রশ্নে কথা বলি কিন্তু বাস্তবতা হলো নাজুকতা এবং সহনশীলতার মত বিষয়ের কোন সীমানা নেই এবং প্রকৃতিগতভাবে প্রায়ই তা আন্তর্জাতিক অথবা আঞ্চলিক হতে পারে।"

প্রতিকূলতা মোকাবেলায় এবং সঠিক নীতি প্রনয়নে প্রয়োজন উপাত্ত সংগ্রহ যা নাজুকতার চালিকাশক্তি নির্ণয় করবে এবং সহনশীলতার পরিমাপ করবে, বলেন মেসনার।

"প্রত্যেকটি দেশ - উন্নত অথবা উন্নয়নশীল- বিভিন্ন মাত্রায় নাজুকতার অভিজ্ঞতা লাভ করে । যে বিষয়টা তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে তা হচ্ছে সহনশীলতা, অথবা আঘাতকে রুখে দাড়াতে তাদের ক্ষমতা এবং তাদের উপর প্রয়োগকৃত চাপকে কার্যকরীভাবে মোকাবেলা করার ক্ষমতা," বলেন মেসনার।

যোগাযোগঃ

কেটি ট্যাফট

মোবাইলঃ + ৩৯ ৩৩৪ ৬০৮৩৬৫৭

ইমেইলঃ k.taft@ifad.org